দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রসঙ্গে

বেসরকারী কলেজসমূহে প্রভাষকবৃন্দের চাকরিকাল আট বছর পূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট কলেজে কর্মরত প্রভাষকদের মাত্র এক তৃতীয়াংশ সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। কোটা আরোপের কারণে প্রতি ৩ জনে ১ জন অর্থাৎ কোনো কলেজে ১৫ জন প্রভাষক কর্মরত থাকলে মাত্র ৫ জন সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। পদোন্নতির এ পদ্ধতিতে কেউ কেউ দশ, পনের বছরের জ্যেষ্ঠতা পেয়েও সহকারী অধ্যাপক হতে পারছেন না। কেননা এ পদ্ধতিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ণয়ের বিষয়কে উপেক্ষা করে সংশ্লিষ্ট কলেজের আট বছর পূর্ণ হওয়া প্রথম এক তৃতীয়াংশকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এর ফলে একটি কলেজের একটি বিষয়ের সকল প্রভাষক সহকারী অধ্যাপক হতে পারছেন আর নতুন খোলা অন্য একটি বিষয়ে পরে যোগদান করা একজন প্রভাষকও দশ, পনের বছরের জ্যেষ্ঠতা নিয়েও সহকারী অধ্যাপক হতে পারছেন না। আবার অপেক্ষাকৃত নতুন কলেজে যোগদান করে কেউ কেউ আট বছরের মাথায় সহকারী অধ্যাপক হতে পারছেন। অন্যদিকে পুরোনো কলেজের কর্মরত প্রভাষক সারাজীবনেও সহকারী অধ্যাপক হতে পারছেন না। এমনও দেখা যায় যে, পুরোনো কলেজের একজন প্রভাষকের ছাত্র নতুন কলেজে যোগদান করে তার স্যারের আগে সহকারী অধ্যাপক হয়ে যাচ্ছেন।

পদোন্নতিতে কোটা আরোপ এবং অন্যান্য জট-জটিলতার কারণে বেসরকারী কলেজের প্রভাষকবৃন্দ পদোন্নতি না পেয়ে দিন দিন হতাশ হয়ে পড়ছেন এবং উচ্চ স্কেলে বেতন-ভাতা না পেয়ে চরম আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য নিম্নোক্ত বিকল্প থেকে যেকোনো একটি সুপারিশ গ্রহণ করা যেতে পারে।

(১) বর্তমানের বহালকৃত কোটা পদ্ধতির বিলোপ সাধন করে প্রভাষকদের চাকরিকাল আট বছর পূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে তাকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা যেতে পারে। অথবা (২) যদি কোটা পদ্ধতি বহাল রাখা হয়, তাহলে এক তৃতীয়াংশের সূত্রটি সংশ্লিষ্ট কলেজে প্রয়োগ না করে সমগ্র বাংলাদেশে বলবৎ করা হোক। অর্থাৎ ধরা যাক, সমগ্র দেশে ইংরেজী বিষয়ের প্রভাষক রয়েছেন তিন হাজার জন। প্রথম আট বছর পূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে এক হাজার জনকে পদোন্নতি দেয়া যেতে পারে। এতে একজন প্রভাষককে এক তৃতীয়াংশের ভেতরে আসার জন্য অন্য বিষয়ের প্রভাষকদের সঙ্গে জ্যেষ্ঠতার প্রতিযোগিতায় নামতে হবে না। এ পদ্ধতিতে স্যারের ছাত্র স্যারকে টপকাতে পারবে না এবং নতুন ও পুরোনো কলেজে যোগদানজনিত জটিলতাও পরিহার করা সম্ভব হবে। অথবা (৩) পদোন্নতি বিভাগীয় পরীক্ষার মাধ্যমে দেয়া যেতে পারে। কারো চাকরি একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হলে যে কেউ বিভাগীয় পরীক্ষায় বসতে পারেন এমন ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শুধু জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতির পদ্ধতি সেকেলে ব্যবস্থা। এ পদ্ধতিতে প্রার্থীর একাডেমিক পরীক্ষার ফলাফল, অনার্স ডিগ্রী থাকা না থাকা, প্রকাশনা, গবেষণা কর্মসহ সার্বিক কর্মদক্ষতার বিষয়গুলো ধামাচাপা পড়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে কেউ কেউ দু'টো, তিনটে তৃতীয় বিভাগ শ্রেণী নিয়েও সহকারী অধ্যাপক হতে পারছেন আবার কেউ কেউ তৃতীয় বিভাগ/ শ্রেণীহীন থেকে, প্রকাশনা করে, গবেষণা সমাপ্ত করেও দশ, পনের বছরেও সহকারী অধ্যাপক হতে পারবেন না।

পরিশেষে, বেসরকারী কলেজসমূহের শিক্ষকদের পদোন্নতির পদ্ধতি যুগোপযোগী করার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ মাহবুবুল হক ইকবাল,
প্রভাষক, নলছিটি ডিগ্রী কলেজ,
নলছিটি, ঝালকাঠী।